■ **মেঘের সংজ্ঞা ঃ** বায়ুতে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা বা তুষারকণা বিভিন্ন উচ্চতায়, বিভিন্ন আকৃতিতে পুঞ্জীভূত হয়ে ভেসে বেড়ায়। এদেরকে **মেঘ** বলে। উচ্চতা অনুসারে মেঘ— উঁচু মেঘ (high cloud), মাঝারি উঁচু মেঘ (medium cloud), নিচু মেঘ (low cloud) এই তিনপ্রকার বলা হয়। আকৃতি ও অবয়ব অনুসারে— (ক) পালক মেঘ (সিরাস), (খ) পেঁজা তুলা সদৃশ মেঘ (কিউমুলাস) এবং (গ) স্তরায়িত মেঘ (স্ট্রাটাস) এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়াও একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণের মেঘ দেখতে পাওয়া যায় যা থেকে প্রচুর বৃষ্টি হয়। একে **নিম্বাস (Nimbus)** মেঘ বলে। মেঘের উচ্চতা বোঝাবার জন্য **অলটো (Alto)** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টি বোঝাবার জন্য **নিম্বাস (Nimbus)** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ২৮ প্রকার মেঘের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তবে অধিক পরিচিত মেঘের সংখ্যা মোটামুটি ১০টি। নিম্নে এদের বর্ণনা করা হল।

■ **মেঘের শ্রেণিবিভাগ (Classification of clouds) ঃ**

○ **(১) উঁচু মেঘ (High cloud) ঃ** উঁচু মেঘ মোটামুটি ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই মেঘ তিনপ্রকার ঃ (ক) সিরাস, (খ) সিরো-কিউমুলাস, (গ) সিরো-স্ট্রাটাস।

(ক) সিরাস (Cirrus) ঃ অতি ক্ষুদ্র তুষারকণা দ্বারা গঠিত এই মেঘ আঁশ বা পালকের মত বা ঝালরা পেঁজা তুলার মত দেখতে হয়। এই মেঘ পরিষ্কার আবহাওয়ায় আকাশে দেখা যায়। তবে এই মেঘের পরেই যদি আকাশে সিরো-স্ট্রাটাস মেঘ দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে ঝড় আসছে। এই মেঘের সাংকেতিক নাম Ci।

(গ) সিরো-স্ট্রাটাস (Cirro-status) ঃ দুধ সাদা এই মেঘ অনেক উঁচুতে অবস্থান করে। সূর্যকে এই মেঘের মধ্য দিয়ে যখন দেখা যায় মনে হয় যেন একটি মণ্ডলের **(hallo)** মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। এই মেঘের সাংকেতিক নাম Ci-st।

○ **(২) মাঝারি উঁচু মেঘ (Medium cloud) ঃ** মোটামুটি ২ হাজার থেকে ৬ হাজার মিটার উচ্চতায় এই মেঘের বিস্তার। এই মেঘ দু'প্রকার—(ক) অল্টো-কিউমুলাস এবং (খ) অল্টো-স্ট্রাটাস।

(ক) অল্টো-কিউমুলাস (Alto-cumulus) ঃ মোলায়েম পশমের গুচ্ছের মত প্রায় গোলাকার এই মেঘ আকাশে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। এইজন্য এদের মধ্য দিয়ে নীলাকাশ দেখা যায়। প্রায়শই এই মেঘ পরিষ্কার আবহাওয়ার সূচনা করে। এই মেঘের সাংকেতিক নাম Alt-cu।

(খ) অল্টো-স্ট্রাটাস (Alto-stratus) ঃ ধূসর চাদরের ন্যায় আকাশে এই মেঘের অবস্থান। তবে এটি সিরো-স্ট্রাটাস মেঘের চেয়ে অনেক ঘন ও গাঢ় দেখায়। সূর্যকে এই মেঘের মধ্য দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে। এই মেঘ থেকে ঝড়ের সূচনা হয়। এই মেঘের সাংকেতিক নাম Alt-st।

○ **(৩) নিচু মেঘ (Low cloud) ঃ** ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে অনধিক ২ হাজার মিটার উচ্চতায় এই মেঘের অবস্থান। এই মেঘ তিনপ্রকার—(ক) স্ট্রাটো-কিউমুলাস, (খ) স্ট্রাটাস, (গ) নিম্বো-স্ট্রাটাস।

(ক) স্ট্রাটো-কিউমুলাস (Strato-cumulus) ঃ মাঝ আকাশের অল্টো-কিউমুলাস মেঘ ঘন, কৃষ্ণবর্ণ ও ভারী হয়ে নিচু আকাশে নেমে এলে তাকে স্ট্রাটো-কিউমুলাস মেঘ বলে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতকালে এই মেঘ সমগ্র আকাশ ঢেকে ফেলে এবং বৃষ্টিপাত হয়। এই মেঘের সাংকেতিক নাম St-cu।

(খ) স্ট্রাটাস (Stratus) ঃ কুয়াশার মত দেখতে ধূসর বর্ণের এই মেঘ চাদরের ন্যায় সারা আকাশ প্রায় ঢেকে রাখে। স্তরে স্তরে সজ্জিত বলে এই মেঘকে স্ট্রাটাস মেঘ বলে। এই মেঘের সাংকেতিক নাম St।

(গ) নিম্বো-স্ট্রাটাস (Nimbo-stratus) ঃ স্ট্রেটাস মেঘ আরো নিচু হয়ে বৃষ্টিমেঘে পরিণত হয়। তখন একে নিম্বো-স্ট্রাটাস মেঘ বলা হয়। এই মেঘের সাংকেতিক নাম Ni-st।

এছাড়াও আরো দু'প্রকার মেঘ যেগুলি উপরের দিকে যথেষ্ট বিস্তার ঘটায় সেগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল—

(ক) কিউমুলাস (Cumulus) ঃ এটি পরিচলন মেঘ। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উপরে উঠে ঘনীভূত হলে এই মেঘের সৃষ্টি হয়। এই মেঘের তলদেশ অনেক নিচে থাকলেও বায়ুর ঊর্ধ্বগতির জন্য এই মেঘের শীর্ষ বা মস্তক অনেক উঁচুতে থাকে। কতকটা গম্বুজের ন্যায় দেখতে এই মেঘ। কিউমুলাস মেঘের চারপাশে সাদা গোলাকার বিচ্ছিন্ন অংশগুলো পরিষ্কার আবহাওয়ার সূচনা করে। এই মেঘের সাংকেতিক নাম Cu।

(খ) কিউমুলোনিম্বাস (Cumulonimbus) ঃ কিউমুলাস মেঘ যা এর গতির জন্য এবং জলীয়বাষ্পের পুঞ্জীভবনের জন্য আরও ঊর্ধ্বে প্রসরণশীল হয় কিন্তু এর তলদেশ নিম্নে থাকে। তখন একে **কিউমুলোনিম্বাস মেঘ** বলে। এই মেঘের পাদপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠের প্রায় সাড়ে চারশ মিটার উঁচুতে শুরু হয়ে শীর্ষদেশ প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে প্রসারিত হয়। নিম্নাংশে কৃষ্ণবর্ণ এই মেঘে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় ও